بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ আগস্ট, ২০২০ মোতাবেক ০৭ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (সূরা আস্ সাফ : ৯-১০)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো–

তারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করেই ছাড়বেন। তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সর্বধর্মের ওপর বিজয় দান করেন আর মুশরিকরা একে যত অপছন্দই করুক না কেন।

আজ ৭ আগস্ট এবং আহমদীয়া জামা'ত যুক্তরাজ্যের ক্যালেণ্ডার অনুসারে আজকের এ দিন যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার প্রথম দিন হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারির কারণে এ বছর (যথারীতি) সালানা জলসার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা সত্ত্বর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন আর আমরা যেন আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের সাথে জলসার আয়োজন করতে পারি এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারি আর জলসার অনুষ্ঠানমালা শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটনোর ব্যবস্থা করতে পারি; যেমনটি পূর্বে হতো। যাহোক এমটিএ এই ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণের চেষ্টা করেছে। তারা অনুষ্ঠানমালা যেভাবে সাজিয়েছে তা হলো, বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন দেশের সালানা জলসায় আমি যেসব বক্তৃতা করেছিলাম সেসব বক্তৃতা তারা দেখাবে এবং সরাসরি কিছু লাইভ প্রোগামও উপস্থাপন করবে। আশাকরি এটি জামা'তের সদস্যদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত পিপাসা নিবারণে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ্। তাই বাসায় বসে এই তিন দিনের অনুষ্ঠানমালা বিশেষভাবে দেখুন। একই সাথে আমার এটিও মনে হলো যে, বছর জুড়ে জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপাবারি বর্ষিত হয়, এ প্রেক্ষাপটে গত বছরের রিপোর্ট উপস্থাপনের পরিবর্তে আমি এমটিএ-তে এ বছরের সর্বশেষ রিপোর্টই উপস্থাপন করব, যেন তা জামা'তের সদস্যদের ঈমানের দৃঢ়তারও কারণ হয়। যদিও কিছু কিছু কাজ বাইরে গিয়ে করতে পারলে আরো ভালো হতো, তা হয় নি তথাপি বিগত ছয় মাস যাবৎ চলতে থাকা এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের অগ্রপদচারণা অব্যাহত ছিল। যারা আমার কাছে পত্র লিখে থাকে তাদের অধিকাংশের পত্র অনুসারে তরবিয়ত ও জামা'তের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। অধিকাংশ লোকই লিখেছে যে, তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জামা'তের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। মোটকথা, রিপোর্ট উপস্থাপনের বিষয়ে যেভাবে আমি বলছিলাম, জলসার দ্বিতীয় দিন আমি যে রিপোর্ট উপস্থাপন করতাম, বিগত বছরগুলোতে সময় সল্পতার কারণে তার বেশিরভাগ উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এ বছর যেহেতু কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জুমুআর খুতবাতেও এ রিপোর্টের কিছু

অংশ উপস্থাপন করব এবং অবশিষ্টাংশ রবিবার সন্ধ্যায় এখানে হলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে সরাসরি উপস্থাপন করব।

যদিও আজকের খুতবায় এবং আগামী পরশু সন্ধ্যায় আমাদের যে বক্তৃতার প্রোগ্রাম রয়েছে তাতেও হয়ত পরিপূর্ণ রিপোর্ট উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করা হবে– ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত রিপোর্টের বিশেষ দিকগুলো উপস্থাপন করার পূর্বে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দু'টো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যেগুলোর মাঝে ঐ আয়াতের কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে যেটি একটু আগে আমি তিলাওয়াত করেছি। এর ফলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণাও সামনে এসে যায় যে, ইসলামের তবলীগ এবং ইসলামের এই পুনর্জাগরণের যুগটি তাঁর (আ.) সাথেই সম্পৃক্ত আর সব ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর (আ.) এই জামা'ত ইনশাআল্লাহ্ ফুলে ফলে সুশোভিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ প্রতিশ্রুতি। আমি যেসব রিপোর্ট ও ঘটনাবলী উপস্থাপন করব, সেগুলো বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছে যে, তাঁর (আ.) দাবি কেবল বুলিসর্বস্ব দাবি নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর এবং তাঁর জামা'তের নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই– যা এটিকে প্রতিহত করতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

প্রায় বিশ বছর কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে, আমার প্রতি কুরআনের আয়াত,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (সূরা সাফ, আয়াত: ১০)

এলহাম হয়েছিল অর্থাৎ তিনিই সেই মহান খোদা যিনি স্বীয় ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য নিজ রসূলকে হেদায়েত এবং সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন। আমাকে এই ইলহামের অর্থ যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর আমার মাধ্যমে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। আর এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ সম্পর্কে আলেম ও গবেষকদের মতৈক্য রয়েছে যে, এটি মসীহ্ মওউদ এর হাতে পূর্ণতা লাভ করবে। অতএব আমার পূর্বে যে সকল আউলিয়া ও আবদাল অতীত হয়েছেন, তাদের কেউ নিজেদেরকে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল সাব্যস্ত করেন নি এবং এ দাবিও করেন নি যে, উল্লিখিত আয়াত তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতি ইলহাম হয়েছে। কিন্তু যখন আমার সময় আসে তখন আমার প্রতি এই ইলহাম হয় এবং আমাকে বলা হয় যে, এ আয়াতের সত্যায়নকারী বা সত্যায়নস্থল হলে তুমি এবং তোমার হাতে আর তোমার যুগেই ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর ধর্মের ওপর প্রমাণিত হবে। (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩১-২৩২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, একমাত্র ইসলাম-ই জীবিত ধর্ম যাতে সমসময় বসন্ত আসে, যখন এর বৃক্ষ সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে এবং তা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল বহন করে। ইসলাম বৈ অন্য কোন ধর্মের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য নেই। যদি এথেকে এই বৈশিষ্ট্য বের করে দেয়া হয়, তাহলে এটিও মৃত ধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু এমনটি হয় না, কেননা এটি জীবিত ধর্ম। প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ তা'লা এর জীবন্ত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন এ যুগেও তিনি নিজ কৃপায় এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন ইসলাম ধর্মের জীবিত হবার সাক্ষী হয় আর যেন খোদা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তাঁর সম্পর্কে যেন এমন বিশ্বাস লাভ হয় যা পাপ ও নোংরামিকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয় এবং পুণ্য ও পবিত্রতার প্রসার ঘটায়।

উক্ত উদ্ধৃতি পাঠের পর এখন আমি রিপোর্টের কিছু দিক উপস্থাপন করছি:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (পাকিস্তানের বাইরে) সারা পৃথিবীতে এ বছর ২৮৮টি নুতন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নতুন জামা'তগুলো ছাড়াও এক হাজার নতুন জায়গায় বরং

এক হাজারের অধিক অর্থাৎ ১০৪০টি নতুন জায়গায় প্রথমবারের মতো আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে।

নতুন নতুন জায়গায় জামা'তের প্রবেশ ও নতুন নতুন জায়গায় জামা'ত প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সিয়েরা লিওন তালিকার শীর্ষে রয়েছে। সেখানে চল্লিশটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রয়েছে কঙ্গো কিনসাশা, এখানে ৩১টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ঘানা, যেখানে ২৩টি নতুন জামা'ত গঠিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আরো অনেক দেশ রয়েছে যেখানে দশ-বারো, আট-নয় বা দু'তিনটি করে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, বেনিন, আইভরিকোস্ট, নাইজার, সেনেগাল, গিনিবাসাও, তানজানিয়া, গিনি কোনাক্রি, নাইজেরিয়া, টোগো, সাউটোমে ক্যামেরুন, তুর্কি, কঙ্গো ব্রাযভিল এবং উগান্ডা। এছাড়াও আরো অনেক দেশ রয়েছে।

আমাদের কঙ্গো কিনসাশার স্থানীয় মুয়াল্লেম হামীদ আহমদ সাহেব বলেন, লোকি চাগু নামের এক গ্রামের উসমান সাহেব নামক এক সুন্নী ইমাম এফএম রেডিওতে আমাদের তবলিগী অনুষ্ঠান শুনে আমাদের মসজিদে চলে আসেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। তার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়, সেইসাথে জামা'তের সোয়াহিলি ভাষায় প্রকাশিত পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য জামাতী বইপুস্তকও দেয়া হয়। এসব বইপুস্তক অধ্যয়ন করার পর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি বয়আত করেন আর অঙ্গীকার করেন যে, তিনি তার গ্রামে গিয়ে জামা'তের বাণী প্রচার করবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার তবলীগের ফলে সেই গ্রামে বিশ সদস্য বিশিষ্ট নিষ্ঠাবানদের একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, পবিত্র রমজান মাসে সেখানকার কোন এক অঞ্চলে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মুয়াল্লেম সাহেব কোন গ্রামে একটি তবলিগী কর্মসূচী হাতে নেন। সেখানে তবলিগী অনুষ্ঠানের পর জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলেন যে, আপনাদের আগমনে আমি খুবই আনন্দিত, কেননা আপনারা তবলীগের যে কাজ করছেন তা মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আপনারা সেই সুন্নতের অনুসরণ করছেন আর এজন্যই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন। আফ্রিকানদের উদাহরণ দেয়ার নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা এসেছিলেন ইসলামের বিস্তারের লক্ষ্যে। তেমনিভাবে আপনারাও বাইরে বেরিয়েছেন এবং সর্বত্র ইসলামের তবলীগ করছেন। ইসলামের তবলীগ করার এটাই সঠিক রীতি ও সুন্নত। আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আর ইমাম মাহদীর যেসব শিক্ষা আপনারা উপস্থাপন করেছেন– প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলাম। আমরা সবাই ঈমান আনয়ন করছি আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে সেই ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করছি যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দুই পরিবারের মোট ১৯ সদস্য বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়ে যান।

লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, একবার আমাদের মুবাল্লেগ সাহেব জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বর্ণনা করেন। সেখানে কিছু অ-আহমদী মুসলমানও নামায পড়তে আসে। আহমদীরা যখন নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি এসে পঞ্চাশ লাইবেরিয়ান ডলার দিয়ে কিছু না বলে চুপিসারে চলে যায়। যখন তার খোঁজ করা হয় তখন জানা যায় যে, তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ, তিনি খুতবা ও কুরবানীর ঘটনাবলী এবং কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে শুনে খুবই প্রভাবিত হন আর চাঁদা দিয়ে চলে যান। আমাদের মুয়াল্লেম সাহেব এটি অবগত হওয়ার পর সেখানে যান এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন, তিনি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন তখন গ্রামের অন্য লোকেরাও সমবেত হয়। তারা কথা-বার্তা শুনে অভিভূত হয়, এমনকি সেখানকার ইমাম

সাহেবও প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আপনারা কিছুদিন পর পুনরায় আসুন, আমি দু'তিন গ্রামকে একত্র করব, আপনারা তাদের তবলীগ করুন। নির্ধারিত দিন আমাদের তবলিগী প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয় , সেখানে তিন গ্রামের লোকজন সমবেত ছিল। জামা'তের বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের বিস্তারিতভাবে জানানো হয়।

এরপর এক দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয় যা সারাদিন চলতে থাকে। যখন সবদিক থেকে তারা আশ্বস্ত হন তখন তিন গ্রামের ইমামগণ সব লোকজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই তিন গ্রামেই এখন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

লাইবেরিয়া থেকে জামা'তের মুবাল্লেগ লিখেন, কালানাগুর নামক একটি গ্রামে জুমুআর দিন তবলীগের উদ্দেশ্যে যাই। আমি জুমুআর নামাযের প্রায় দু'ঘন্টা পূর্বে সেখানে পৌঁছে যাই। প্রাথমিক আলাপচারিতায় জানতে পারি যে, লোকজন জুমুআর নামায নিজেদের মসজিদে পড়ে না, বরং নিকটবর্তী বড় গ্রামে জুমুআ হয়। এখানকার দু'তিনজন সদস্যও সেখানে চলে যায়; আর বাকি পুরো গ্রাম মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করি তখন গ্রামবাসীরা বলে, বড় ইমাম সাহেব আমাদেরকে বলেছেন যে, মসজিদে জুমুআ শুরু করার পূর্বে তিনটি ছাগল জবাই করা আবশ্যক। যখন ছাগল জবাই হয়ে যায় এবং ইমাম সাহেবের কাছে মাংস পৌঁছে যায়, তখন তিনি কাউকে জুমুআ পড়ানোর জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। তাদেরকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করি যে, এটি ভুল, ইসলামে এমন কোন শর্ত নেই; জুমুআর নামাযের কল্যাণরাজি সম্পর্কেও বলি এবং তাদেরকে বলি যে, ঠিক আছে, আজ আমি আপনাদেরকে ছাগল জবাই করা ছাড়াই জুমুআ পড়িয়ে দিচ্ছি। গ্রামের লোকজন যেহেতু কুসংস্কারাচ্ছন্নও হয়ে থাকে আর ধর্মের জ্ঞানও তাদের নেই, তাই তাদের মাঝে খুবই আতঙ্ক ও শঙ্কা দেখা দেয় যে, পাছে মৌলভী সাহেবের অবাধ্যতা না হয়ে যায় আর আমরা পাপী না হয়ে যাই এবং এর পরিণতিতে আমাদের ওপর কোন শাস্তি না আপতিত হয়; যেমনটি কিনা মৌলভীরা ভয় দেখিয়ে থাকে! যাহোক, যখন তাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে বোঝানো হয়, তখন তারা মেনে নেয় এবং জুমুআ পড়ানো হয় আর সবাই তাতে অংশ নেয়। জুমুআর পর জামা'তের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়, প্রশ্নোত্তরও হয়। লোকজনের মনে যেহেতু বড় ইমাম সাহেবের বকাঝকার ভয়ও ছিল, তাই মুবাল্লেগ সাহেব তাদেরকে বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এভাবে জুমুআ কেন পড়েছ? তাহলে আপনারা তাকে শুধু এটি জিজ্ঞেস করবেন যে, একথা কোথায় লেখা আছে যে, জুমুআ পড়ার পূর্বে ছাগল জবাই করা আবশ্যক? পরবর্তীতে মৌলভী যখন জানতে পারে যে, সেখানে জুমুআর নামায পড়া হয়ে গিয়েছে, তখন সে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং খুবই অসন্তুষ্ট হয়। গ্রামবাসীরা ঠিক-ই জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের দেখিয়ে দিন একথা কোথায় লেখা আছে যে, জুমুআর পূর্বে ছাগল জবাই করা আবশ্যক, তা-ও আবার তিনটি ছাগল! পরবর্তীতে আমাদের স্থানীয় মিশনারি গ্রামের এক ব্যক্তিকে জুমুআ পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। এখন সেখানে নিয়মিত জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসীরাও সেই মৌলভীকে পরিত্যাগ করেছে, আর সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে যে খাঁটি ইসলাম সেটি-ই যা আহমদীয়া জামা'ত আমাদেরকে শিখিয়েছে; মৌলভী আমাদের যা বলে সেটি নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের মাঝে অধিকাংশ মানুষ জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সেখানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মের নামে আশ্চর্য সব নিত্য-নতুন বিদআত সৃষ্টি করে রেখেছে এই লোকেরা, আর এভাবেই এসব নিরীহ, স্বল্পজ্ঞানী লোকদের তারা ভুলপথে পরিচালিত করে থাকে।

ফিলিপাইন থেকে জামা'তের মুবাল্লেগ লিখেছেন, সালোপিন এলাকা চরমপন্থী মুসলমানদের কারণে খ্যাত এবং এখানে তবলীগি জামা'তের কার্যক্রমও অনেক জোরালো। এই এলাকায় আমাদের একজন মুয়াল্লেম সাহেবের শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়স্বজনরাও বসবাস

করে। মুয়াল্লেম সাহেব তার আত্মীয়-স্বজনদের তবলীগ করলে তাদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়; তখন জাতীয় পর্যায় থেকে এখানে তবলীগের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয় এবং তিনজন মুয়াল্লেম ও তিনজন দাঈ ইলাল্লাহ্‌র একটি দল এক সপ্তাহের জন্য এই এলাকায় প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হয়, যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে, কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানকার ২৩ ব্যক্তি আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, তাম্বা কাণ্ডাল অঞ্চলের একটি গ্রামে আমাদের তবলিগী প্রতিনিধি দল যায়। সেখানে গিয়ে জানা যায়, আগে থেকেই সেখানে তেজানিয়া এবং মুরীদিয়া নামক দু'টি দলের মধ্যে বিতর্ক চলছে। সেখানকার ইমাম সাহেব আমাদের একজন প্রতিনিধিকে বলেন, এদুয়ের মধ্যে কোন দলই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কেননা, আমরা শুনেছি, একজন সত্য ইমাম আসবেন আর আমরা তাঁকেই মান্য করব। আমাদের প্রতিনিধি দল তাদেরকে তবলীগ করেন এবং তাদের মাঝে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তাদের কাছে মওলানা নযীর মুবাশ্বের সাহেবের আল কওলুস্ সারীহ ফি যুহুরিল মাহদী ওয়াল মসীহ্ এবং কায়েদা ইয়াস্‌সারনাল কুরআন- ছিল। সেই ইমাম সাহেব দু'টি পুস্তকই ক্রয় করেন এবং আমাদের প্রতিনিধি দল তবলীগ শেষে সেখান থেকে ফিরে আসে। দু'দিন পর ইমাম সাহেব ফোন করে তাকে সেখানে ডাকেন এবং বলেন, মাণ্ডিঙ্গা ভাষায় অনূদিত কুরআন মজীদও আমাদের প্রয়োজন। ইমাম সাহেব তা-ও আনিয়ে নেন। দ্বিতীয়বার যখন আমাদের প্রতিনিধি দল সেখানে যায় তখন তিনি তাদেরকে বলেন, আমরা যে ধর্মের অপেক্ষায় ছিলাম আহমদীয়াতই হলো সেই ধর্মমত, কেননা আমি আপনাদের বইপুস্তক এবং আমাদের মাতৃভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ পড়েছি। এভাবে পুরো গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে আর সেখানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাদেরকে কুরআন করীম শেখানোর উদ্দেশ্যে কায়েদা এবং কুরআন মজীদ সরবরাহ করা হয়।

গুয়াতেমালার আমীর সাহেব লিখেন, কোবান শহরে অর্থাৎ এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে এ বছর প্রথমবারের মতো আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং দু'বার সফর করে সেখানে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়। তাদেরকে গুয়াতেমালার জলসা সালানায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের মধ্যে এক পরিবারের তিনজন সদস্য গুয়াতেমালার সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে এখানে একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় আর এখন তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কাজ করছেন তথা তবলীগ করছেন।

সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, সেখানকার একটি অঞ্চলের দশটি স্থানে স্থানীয় মুরব্বী-মুয়াল্লেমদের তত্ত্বাবধানে রেডিওতে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টার একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এক ঘণ্টা আমার খুতবা শুনানো হয়। এটি তবলীগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম আর এসব অনুষ্ঠানে ফোনে প্রশ্নোত্তর পর্বও হয়ে থাকে। এর ফলে, এ বছর ২০টি গ্রামে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। মানুষ কেবল আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্টই হচ্ছে না বরং নিজেরা ফোন করে তাদের অঞ্চলে যাবার আমন্ত্রণও জানাচ্ছে।

কাবাবীর জামা'তের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দক্ষিণ ফিলিস্তিনের একটি শহরে কয়েক বছর যাবৎ আহমদীরা বসবাস করছে, কিন্তু সেখানে পুরোদস্তুর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর সেখানে রীতিমতো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জায়গা আল-খলীল, যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কবরসহ তাঁদের পবিত্র স্ত্রীদের কবরও রয়েছে, এটি অনেক পুরনো ঐতিহাসিক একটি শহর। এ শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ২৭ জন আহমদী সদস্য বসবাস করেন। এখানে রীতিমতো জামা'ত গঠন করা হয়েছে আর এক আহমদী সদস্য তার বাড়ির একটি অংশ মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য পৃথক করে দিয়ে বলেছেন, এখানে নামায আদায় করুন।

নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং প্রাপ্ত মসজিদসমূহ:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এগুলোর মোট সংখ্যা ২১৭টি, তন্মধ্যে ১২৪ টি মসজিদ নতুন নির্মিত হয়েছে এবং বাকি ৯৩টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ হস্তগত হয়েছে। এতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, বেনিন, বুর্কিনা ফাসো, লাইবেরিয়া, আইভরিকোস্ট, গিনিবাসাও, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, মালি, কঙ্গো কিনসাশা, কেমেরুন, সেনেগাল, গিনি কোনাক্রি, টোগো, চাদ, জাম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অনেক দেশে, তিনটি মহাদেশে বরং চারটি মহাদেশে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের মসজিদ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

গুয়াতেমালাতে ৩১ বছর বিরতির পর দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয়েছে। প্রথম মসজিদ বায়তুল আউয়াল ১৯৮৯ সালে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে ৩১ বছর পর এই দ্বিতীয় মসজিদ, যার নাম মসজিদ নূর, কাবুন অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে। এ অঞ্চলে ২০১৫ সালে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছিল। গুয়াতেমালাতে অবস্থিত আমাদের কেন্দ্র থেকে এ অঞ্চলটি ৩২৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যার ৭০ কিলোমিটার হলো পাহাড়ী সরু রাস্তা, যা খুবই বিপদজনক ও কাঁচা। ডিসেম্বর ২০১৯-এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঐশী পরিকল্পনা এভাবে প্রকাশ পায় যে, সেখানে রাস্তা নির্মাণও আরম্ভ হয়ে যায়। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঐ ৭০ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তা অনেকটাই নিরাপদ এবং রাস্তা প্রশস্ত করার কাজও অব্যাহত আছে। এ মসজিদে ১৭০ জন নামাজীর স্থান সংকুলান হবে। এতে সাড়ে আট মিটার উচ্চতার একটি মিনারও নির্মিত হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন একটি দ্বিতল মিশন হাউজও নির্মাণ করা হয়েছে। নীচতলায় লাইব্রেরী ও অফিসকক্ষ রয়েছে। দোতলায় বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে, জামা'তী পাকশালা বানানো হয়েছে, নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশরুম প্রভৃতি রয়েছে যেমনটি আমাদের মসজিদসমূহে ব্যবস্থা থাকে। জায়গাটি উঁচু হবার কারণে অনেক দূর থেকে তা দেখা যায়।

নরওয়ের ক্রিসচানে এ বছর একটি চার্চ-ভবন ক্রয় করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ শহরে জুলাই ২০১৭-তে একটি ভবন করা হয় যা একটি কোম্পানির অফিস-ভবন ছিল। সেখানে নামায এবং সভা প্রভৃতিও আরম্ভ করা হয়েছিল। ঐ স্থানকে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা এবং নকশা প্রভৃতি বানানোর কাজ যখন আরম্ভ হয় এবং তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয় তখন স্থানীয় জনসাধারণ এর বিরোধিতা করে এবং সংবাদপত্রেও ব্যাপকভাবে এ বিরোধিতার খবর আসতে থাকে। প্রায় দু'বছর এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে আর বিরোধিতা হতে থাকে। কাছেই একটি চার্চ অবস্থিত। এই চার্চের লোকেরাও মসজিদ বানানোর প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার পরিকল্পনা এভাবে বিজয়ী হয় যে, সেই চার্চ যা আমাদের বিরোধিতা করছিল সেটির কর্তৃপক্ষ চার্চটি সামলাতে না পেরে

চার্চটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কাউন্সিলকে বলে যে, তারা চার্চটি বিক্রি করতে চায়। তখন কাউন্সিল তাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেয় আর বলে যে, হয়ত আহমদীয়া জামা'ত এ চার্চ কিনে নিবে। এরপর তারা আমাদের মুবাল্লেগের সাথে যোগাযোগ করে। সবকিছু যাচাই করার পর তারা আমাকে রিপোর্ট পেশ করে। আমার অনুমোদনের পর চার্চ-ভবনটি মসজিদরূপে ক্রয় করা হয়। এ বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চার্চের চাবি হস্তগত হয়। যে চার্চ ঐ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করছিল এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই চার্চই জামা'তের 'মরিয়ম মসজিদ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খরচাদিসহ এতে মোট প্রায় দশ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার ব্যয় হয়েছে।

মালাভী-র মুয়ালিন জেলায় জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, মসজিদ এবং মিশন হাউজ নির্মাণের পূর্বে এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করা হয়। তারা সকলেই নিজেদের গ্রামে মসজিদ নির্মাণে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী সেখানে আক্রমণ করে এবং নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ কারণে পুলিশের নির্দেশে কিছুদিন নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়। যখন পুনরায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন গ্রামের লোকদের পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে অবগত করা হয় আর বলা হয়, এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। সবাই বলে যে, সত্যিই এই মসজিদ আমাদের গ্রামের জন্য একটি নিয়ামতের চেয়ে কম নয়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নিশ্চিত করব যেন নির্মাণ সম্পন্ন হয় আর কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে বসবাসরত জামা'তের সদস্যরা আশেপাশের লোকজনের সাথে তবলীগি সুসম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে। যাহোক, যখন মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তখন এতে সর্বমোট প্রায় ৪৫০জন লোক অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের তেরোজন চীফ, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য মসজিদের ইমামরা ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে অ-আহমদী সদস্যরা প্রকাশ্যে এ কথা বলেন যে, আমাদেরকে আহমদীদের ব্যাপারে ভুল ধারণা দেয়া হয়েছে যে, এরা মুসলমান নয় এবং তাদের ইবাদতের পদ্ধতি মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। এখানে এসে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনারা শুধু মুসলমানই নন বরং অন্যান্য মুসলমানদেরও আপনারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ফলে এ এলাকার তিনটি গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের মাঝে স্বস্ব অঞ্চলের চীফরাও অন্তর্ভুক্ত।

মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে কয়েক বছর পূর্বে একটি ভবন নামায সেন্টার হিসেবে ক্রয় করা হয়েছিল। মেক্সিকোতে এটি জামা'তের ক্রয়কৃত প্রথম সম্পত্তি। এ ভবনটি তিনতলা। এ ভবনের নীচতলাকে মসজিদ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়, যা কিনা মসজিদ বায়তুল আফিয়াত। এ ফ্লোরে পুরুষদের এবং মহিলাদের জন্য নামাযের হলরুম, লাইব্রেরী, জামা'তের দপ্তর এবং কিছু কক্ষ রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় তলা মুরব্বী সিলসিলাহ্র আবাসস্থল এবং তৃতীয় তলা প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তীতে ব্যবহার করা হবে।

বেলীয এবং আরো কিছু স্থানেও মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সেগুলোও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে। যেসব মসজিদ নির্মাণাধীন বা নির্মানকাজ শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, আমি সেগুলোর উল্লেখ করছি না।

মালী-র আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের কেন্দ্র বমাকো থেকে তিন কিলোমিটার দূরে টিমা নামক মালীর একটি জামা'ত রয়েছে। এখানে চার বছর পূর্বে মসজিদের কাজ আরম্ভ

হয়। নির্মাণ কাজ যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ যখন মিনার এবং ফিনিশিং ইত্যাদির কাজ চলছিল, তখন গ্রামের চীফের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মসজিদের কাজ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। বিরোধিতাবশত গ্রামের লোকেরা আহমদীয়াত সম্পর্কে গ্রামের চীফ এবং মেয়রকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে। কাজ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিন বছর পর যোগাযোগ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে চীফকে বুঝানোর ফলে সেখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যায়। চীফ এ বিষয়ের প্রশংসা করেন যে, আপনারা তিন বছর পরম ধৈর্য ধারণ করেছেন। অথচ আপনারা চাইলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এখানে মসজিদ বানাতে পারতেন। তিনি ওহাবীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, তাদেরকেও এখানে বাধা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের কিছু যোগাযোগ ব্যবহার করে মসজিদ বানিয়ে ফেলে। আপনারাও তা করতে পারতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এর জন্য আমরা আপনাদের সম্মান করি।

গ্রামের প্রধান ও তার প্রতিনিধিরা বার বার জামা'তের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে যে, আমরা আপনাদেরকে অনুমতি দিতে অনেক বিলম্ব করেছি। তিনি বলেন, এখন আমরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনারা মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করুন এবং নামায আদায় আরম্ভ করুন। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মসজিদে রীতিমত নামায আদায় আরম্ভ করা হয়েছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, এ বছর তাদের একটি রিজিওনের দুটি জামা'তে আল্লাহ তা'লার কৃপায় মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য হয়েছে। এ মসজিদগুলো নির্মাণের পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে সুন্নী আলেমগণ এখানে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলত যে, আহমদীয়া জামা'ত একটি ছোট জামা'ত। তাদের মসজিদ নির্মাণের সামর্থ্য নেই। তারা ইতিপূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রামে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছে, তা-ই যথেষ্ট। এদের দ্বারা আর কোন মসজিদ নির্মাণ হবে না। কিন্তু কিছুদিন পর যখন সে গ্রামেও মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যায় এবং লোকজনকে বলতে থাকে যে, মনে হয় যেন তাদের কাছে কোন বিশেষ শক্তি আছে, নইলে এত স্বল্প সময়ে তারা এত সুন্দর মসজিদ কীভাবে বানাচ্ছে! আমরা এখানে নামায আদায়ের জন্য (এখন পর্যন্ত) একটি তাবুও স্থাপন করতে পারলাম না! এরপর তারা ভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করে এবং মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করতে থাকে যে, আহমদীদের থেকে দূরে থাক, কেননা তাদের পুরো এলাকা দখলের অভিসন্ধি রয়েছে, এই করবে, সেই করবে আর মসজিদ বানাবে ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ তাদের কথার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপই করে নি।

বুর্কিনা ফাসো-র মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, কারি জামা'তে, যেখানে মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছিল, সেখানে প্রত্যেক সদস্য নির্মাণ কাজে এক বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিচ্ছিলেন আর সদস্যদের চাঁদার তাহরীকও করা হচ্ছিল। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই মহতি কাজে অংশগ্রহণ করছিলেন। একদিন দু'জন বয়োবৃদ্ধা আহমদী আসেন; তাদের হাতে দু'টি মোরগ আর কিছু ডিম ছিল। তারা বলে, আমাদের কাছে কেবলমাত্র এ দু'টি মোরগ ও এ ডিমগুলোই আছে। আমাদের পক্ষ থেকে এগুলোকেই চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করুন যেন আমরাও এ পুণ্য কাজে অংশীদার হতে পারি। সুতরাং মুয়াল্লেম সাহেব তাদেরকে এগুলোর রশিদ কেটে দেন।

শত বছর পরও আফ্রিকার দরিদ্র লোকেরা সেই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করছে যা আজ থেকে প্রায় আশি নব্বই বছর বা শত বছর পূর্বে কাদিয়ানের দরিদ্র লোকেরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কেউ যদি বিবেকের দৃষ্টিতে দেখে এবং তার মাঝে পুণ্য থাকে তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, এটি সত্যতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই মানুষের হৃদয়ে ত্যাগের রীতি-পদ্ধতি ও প্রেরণা সঞ্চার করেন।

তানজানিয়ার রিঙ্গা অঞ্চলের মুয়াল্লেম আহমদ সাহেব লিখেন, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে কতিপয় খোদ্দামসহ পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে যাই এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সরকারী জায়গায় দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তবলিগী বক্তৃতার আয়োজন করি। বক্তৃতার পর উপস্থিত লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। উক্ত প্রোগ্রামের শেষে ৭২ বছর বয়সী হালিমা নামক এক মহিলা নিজের হাতে একটি ফাইল নিয়ে আসেন আর বলেন যে, আমি মুসলমান এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ এখানে বসবাস করছি। আমি কাউকে ইসলামের তবলীগের জন্য কখনো এখানে আসতে দেখি নি। এরপর তার হাতে যে ফাইল ছিল তা মুয়াল্লেমকে দিতে গিয়ে বলেন, এগুলো আমার আবাসিক প্লটের দলিলপত্র। এখানে আপনাদের জামা'ত গঠিত হওয়ার পর আপনারা যদি মসজিদ নির্মাণ করতে চান এর জন্য আমার প্লট প্রস্তুত আছে, এটির মালিকানা সত্ত্ব আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। বর্তমানে সেখানে জামা'তের বন্ধুদের ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। তারা ইট এবং এ ধরনের জিনিসগুলো প্রস্তুত করে নিয়েছে। যারা কাজ করছে তাদের মাঝে সেই বৃদ্ধার পুত্রও রয়েছে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা সৎ প্রকৃতির লোকদের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন, যারা (জামা'তের) সাহায্যকারীরূপে আবির্ভূত হন।

বুর্কিনা ফাসোর একটি জামা'তের নাম কারী। সেখানকার একজন মহিলা হলেন যয়নব সাহেবা। তিনি লিখেন, আমি বি.এ. পাশ করার পর দু'বছর যাবৎ নার্সের প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে থাকি কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আমি এবং আমার স্বামী একটি প্রাইভেট নার্সিং স্কুলে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা জমাতে আরম্ভ করি আর পাশাপাশি পরীক্ষাও দিতে থাকি। তবে ভর্তির কোন আশা ছিল না। ইতোমধ্যে কারীর মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার আহ্বান করা হয়। তখন আমরা যে অর্থ পড়াশোনার জন্য জমা করেছিলাম তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই এবং সাময়িকভাবে ভর্তি হবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমার কাছে ফোন আসে এবং আমাকে বলা হয়, আপনি সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন আর আপনার পড়াশোনার যাবতীয় খরচাদি সরকার বহন করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমান বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এ বছর মিশন হাউজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৭টি। মিশন হাউস কিংবা তবলীগি সেন্টারের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সিয়েরা লিওন, কংগো কিনসাশা, কংগো ব্রাযভীল, বুর্কিনা ফাসো, আইভরি কোস্ট ও মালী। এছাড়াও অন্য অনেকগুলো দেশ রয়েছে যেমন– অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলিয, কানাডা, গাম্বিয়া, গুয়াতেমালা, গিনিবাসাও, মেসিডোনিয়া, মালাভি, নরওয়ে, সাউতোমে, টোংগা এবং তুরস্ক। এসব দেশেও মিশন হাউসের সংখ্যা একটি করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তানজানিয়ার সিমিও অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, গত বছর প্রতিষ্ঠিত একটি জামা'তে এ বছর মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে। ইত্যবসরে এক খ্রিষ্টান পাদরি জিজ্ঞেস করেন, এই বাড়ি কী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে? উত্তরে তাকে জানানো হয়, এটি স্থানীয় জামা'তের মুয়াল্লেম সাহেবের বাসস্থান। এটি শুনে সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এই গ্রামে খ্রিষ্টানদের ৬টি গির্জা রয়েছে এবং অধিকাংশ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সুদীর্ঘ কাল থেকে এখানে বসবাস করছে, কিন্তু তাদের কোন সম্প্রদায়েরই নিজেদের পাদরির জন্য বাসস্থান নির্মাণ করার সামর্থ্য হয় নি। সত্যিই আপনারা আপনাদের ধর্মীয় কর্মকর্তাদের সম্মান ও মর্যাদা দেন এবং 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আপনাদের এ স্লোগান অনুসারে আপনারা কাজ করেন। এই উদাহরণ অন্য সবার অনুকরণ করা উচিত।

স্বেচ্ছাশ্রম আহমদীয় জামা'তের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ বছর আফ্রিকাসহ (পৃথিবীর) বিভিন্ন দেশে যেসব মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে এবং অন্য যেসব কাজ করা হয়েছে এতে ১৪৮টি দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে ১১৪টি দেশে মোট ৪১ হাজার ১শত ১১টি স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ৫২ লক্ষ ১৩ হাজার ইউএস ডলার সাশ্রয় হয়েছে। এখন শুধু আফ্রিকায় নির্মিত মসজিদগুলোর খরচের হিসাব করলে দেখা যাবে এই স্বেচ্ছাশ্রমের ফলে আনুমানিক যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে তাতে আরো দশটি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অর্থের সাশ্রয় করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনে গিয়েছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ বিধায় ছেড়ে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব পরিদর্শনের ফলে সেসব স্থানে অনেক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রভাব পড়েছে।

রকীম প্রেস-এর মাধ্যমেও কাজ হচ্ছে। আফ্রিকাতেও রকীম প্রেসের তত্ত্বাবধানে অনেক প্রেস কাজ করছে।

এ বছর আমাদের ফার্নহামের রকীম প্রেসে কেবল পুস্তকই ছাপা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত ৪০টি। এছাড়া 'মুয়াযেনা মাযাহেব' সাময়িকী, আন্-নুসরাত পত্রিকা এবং ওয়াকফে নও-এর পত্রিকা মরিয়ম ও ইসমাঈল ছাড়াও প্যাম্ফলেট, লিফলেট এবং জামা'তের বিভিন্ন দাপ্তরিক ষ্টেশনারী ইত্যাদির কাজও এখানে এই প্রেসেই হচ্ছে। ইয়াস্সারনাল কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' দিয়ে এ বছর পবিত্র কুরআনও মুদ্রিত হয়েছে। ছয়-সাত বছর যাবৎ এ কাজ হচ্ছিল। কাদিয়ান জামা'তকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যেন আমাদের নিজস্ব ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' এর আদলে কাজ হয়। কাদিয়ানের নাযারাত ইশায়াত দপ্তর এক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ এই ফন্টে অনেক সুন্দর এবং আকর্ষনীয় কুরআন করীম ছাপানো হয়েছে, বর্ডার রঙিন আর বাঁধাই খুব সুন্দর। যুক্তরাজ্যে যে পরিমাণ এসেছে তা খুব দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। আশাকরি দ্রুত আমাদেরকে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে। এর মলাট ভেতরের লিখা এবং কাগজ ইত্যাদিও বেশ আকর্ষণীয় আর বিশেষত এর বাঁধাই খুব সুন্দর হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, এই কুরআন করীমের ফন্ট ইয়াসসারনাল কুরআনের ফন্টের আদলে লেখা হয়েছে আর এর নাম দেয়া হয়েছে 'খাত্তে মঞ্জুর'। এটি জামা'তে আহমদীয়ার বিশেষ ফন্ট বা লেখা যা অন্য কোথাও নেই। এটি পড়াও অনেক সহজ। যেভাবে আমি বলেছি, ভারত জামা'ত অর্থাৎ কাদিয়ানের ইশায়াত দপ্তর অনেক পরিশ্রম করে এ কাজ করেছে আর একইভাবে এখানে রকীম প্রেসের সাহায্যের জন্য তুরস্কের এক আহমদী বন্ধু মাহমুদ সাহেবও ছাপার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে অনুবাদসহ কুরআন করীমও এ ফন্টেই ছাপা হবে অর্থাৎ এ ধরনের অক্ষরেই ছাপা হবে। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব অনূদিত (কুরআনও) 'খাত্তে মঞ্জুর' এ ছাপার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত তা মুদ্রণের জন্য দেয়া হবে। অনুরূপভাবে মীর ইসহাক সাহেবের আক্ষরিক অনুবাদসম্বলিত কুরআন পুনমুদ্রণেও এ ফন্টই ব্যবহৃত হবে। এটিরও প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তানে পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ, পাঠ এবং (আমাদের কাছে) রাখার ক্ষেত্রে আমাদের পথে যত বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত পথ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য খুলে দিচ্ছেন।

এখন যুক্তরাজ্যের রকীম প্রেসের তত্ত্বাবধানে আফ্রিকার ৮টি দেশ কাজ করছে। সেগুলো হলো ঘানা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, সিয়ারা লিওন, আইভরি কোস্ট, গাম্বিয়া, বুর্কিনা ফাসো এবং বেনিন। তাদেরকে যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়েছে। এতে যেসব বইপুস্তক তারা ছেপেছে সেগুলোর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১২ হাজারের অধিক। বিভিন্ন সাময়িকী, পত্রপত্রিকা,

বিভিন্ন তবলীগি পুস্তিকা ও লিফলেট ইত্যাদি এই হিসাবের বাইরে, যার সংখ্যা ৯৪ লক্ষ ৮৫ হাজার। বর্তমান পরিস্থিতিতে গাম্বিয়াতে ব্যক্তিগত কাজ করা ছাড়াও গাম্বিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য সরকার বৃহৎ সংখ্যায় কোভিড–সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি ছাপতে দিয়েছে। অন্যান্য প্রেস বন্ধ থাকার কারণে সরকার আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ছেপে দেয়ার অনুরোধ করে। এজন্য তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে।

৯৩টি দেশ থেকে প্রাপ্ত মুদ্রণ–সংক্রান্ত ওকালাতে ইশায়াতের রির্পোট অনুসারে ৪২টি ভাষায় ৪০৭টি বিভিন্ন বইপুস্তক, প্যাম্ফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে যার সংখ্যা ৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত ৫৯। বিভিন্ন দেশের নাম এ তালিকায় রয়েছে আর এ তালিকা বেশ দীর্ঘ।

বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত জামা'তী পত্রপত্রিকা:

বর্তমানে পৃথিবীতে ২৯টি ভাষায় ৯৪টি তালীম, তরবিয়ত ও তথ্যমূলক বিষয় নিয়ে পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে।

ওকালতে ইশায়াতের প্রতিবেদন: ওকালতে ইশায়াত তরসীল অর্থাৎ বিতরণের জন্য একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৪টি ভাষায় ১ লক্ষ ৯০ হাজারেরও অধিক বইপুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৭০৯টি বিভিন্ন শিরোনামে ৬৩ লক্ষ ৮৭ হাজার বইপুস্তক, ফোল্ডার ও প্যাম্ফলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় আর এর মাধ্যমে পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষের কাছে জামা'তের বার্তা পৌঁছেছে। যুক্তরাজ্যের ওকালতে তাসনীফ: এ বছর পবিত্র কুরআনের ইতালিয়ান ভাষার অনুবাদ রিভিশনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মুদ্রণের জন্য এর ফাইলও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বছর যুক্তরাজ্য থেকে ১১ খণ্ডবিশিষ্ট সহীহ্ বুখারীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ করানো হয়েছে। চলতি বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'এজাযে আহমদী' পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। 'ইতমামুল হুজ্জা' ও 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' পুস্তক দুটির ইংরেজি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, পুস্তক দুটি মুদ্রণের উদ্দেশ্যে অচিরেই প্রেরণ করা হবে। 'রূহানী খাযায়েন'-এর দশম খণ্ড ব্যতীত বাকি বাইশ খণ্ড যুক্তরাজ্যে ছাপানো হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অচিরেই এই দশম খণ্ডের কার্যক্রমও শুরু হয়ে যাবে আর আশা করি, শীঘ্রই পুরো ২৩খণ্ডই চলে আসবে। ১৯-২০ বর্ষকালীন সময়ে ৩৬টি দেশ ও ৮টি ডেস্ক থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩৩টি ভাষায় মোট ১৫৪টি বইপুস্তক ও ফোল্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাঝে ইংরেজি, স্প্যানিশ, লাটভিয়, লুগাণ্ডা, ফার্সি, জার্মান, বার্মিজ, ফ্রেঞ্চ, হা ওসা, আরবী, সোয়াহিলি, ইন্দোনেশিয়ান, উর্দূ, চিনা, বুরুণ্ডি, ম্যাণ্ডিকা, ম্যাসিডোনিয়ান, টোঙ্গা, পর্তুগীজ, হিব্রু, ডাচ, ক্রোয়েশীয়, রিফোলা, বাম্বালোজি, আলবেনীয়, রাশিয়ান, বাংলা, ইউরোবা, উল্ফ নিয়াঞ্জা, থাই, নরওয়েজিয়ান ইত্যাদি ভাষা অন্তর্ভুক্ত।

ইউক্রেনে এক বন্ধু আছেন এগ্রো মেত্রোফ **সাহেব;** যিনি গত বছর জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি আহমদী ছিলেন না, কিন্তু জলসায় এসে আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় বয়আত করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ বিশ্লেষক, সমালোচক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞানের সুদক্ষ পণ্ডিত। এখানে আসার পর তার সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছিল আর আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, আপনি 'ইসলামি উসুল কি ফিলোসফি' পুস্তকটি পাঠ করুন এবং এরপর আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। তিনি বলেন, ফিরে এসে আমি পুস্তকটি পড়া আরম্ভ করি আর এক বসায় তা পড়ে শেষ করি। তিনি বলেন, পুস্তকটি পড়ার পর আমি বুঝতে পারি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কেবল একজন ধর্মীয় নেতা-ই ছিলেন না বরং তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের অনেক বড় একজন গবেষকও ছিলেন। আমার জীবনে আমি অনেক বইপুস্তক সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি, কিন্তু সেসব বইপুস্তক থেকে নতুন কিছু

পেয়েছি বলে আমি কখনো অনুভব করি নি। অথচ 'ইসলামি উসুল কি ফিলোসফি' পুস্তকটি পাঠ করার পর আমার জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিছক বিবেকবুদ্ধির বিচারে নয়, বরং আমি আমার হৃদয় ও অন্তরের দর্পণে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করার পরই এ পুস্তক সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করছি। পুনরায় তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের সংস্কার ও মুসলিম উম্মাহ্র সংশোধনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। যে কোন ধর্মের সংস্কার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– এতে কোন সন্দেহ নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি মধ্যযুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই, ইউরোপে পুনর্জাগরণের পূর্বে খিষ্টধর্মে ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছিল আর মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের দশাও একই ছিল। তিনি বলেন, স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার বিষয়টি যে অংশে বুঝানো হয়েছে বিশেষত সে অংশটি আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে। আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এবং খোদা তা'লার সৃষ্টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং এর যথাযাথ মূল্যায়ন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। অনুরূপভাবে আমাদের নৈতিকতা ও এর মূল ভিত্তি সম্পর্কেও অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। অধিকাংশ সময়ই আমরা ভুলে যাই যে, বর্তমান যুগে মানুষকে সত্য পথ থেকে দূরে সরানোর উপকরণগুলোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। তিনি আমার বরাত দিয়ে বলেন, এই পুস্তক পাঠ করার সময় আমার সেই কথাগুলো মনে পড়েছিল বা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল যা আপনি বক্তৃতায় ইসলামী বিশ্বে প্রচলিত ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণাসমূহের অপনোদন এবং জামা'তের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই যখন নিজেদের পরিবার, সমাজ ও দেশের সংশোধন করবে, কেবল তখনই এর ফলে সে জগদ্বাসীর ঈমানী অবস্থা সংশোধনের যোগ্যতা লাভ করবে। পুনরায় তিনি বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিকতার এ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। আমার মতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই সর্বপ্রথম এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন এবং অত্যন্ত উন্নত ও পবিত্র পন্থায় বুঝিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, একজন ধর্মতত্ত্ব বিশারদ ও দার্শনিক হিসেবে আমি এই পুস্তক পাঠ করে অনেক আনন্দ পেয়েছি। তাই আমার পরামর্শ থাকবে, আহমদীয়া জামা'ত যেন এই পুস্তক ব্যপকভাবে প্রচার করে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করে, যাতে করে মানুষ এই পুস্তক পাঠ করার মাধ্যমে বেশি বেশি ধর্ম, ঈমান ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

নেপালের একজন অধ্যাপক ছিলেন। 'world crisis and the pathway to peace' নামে আমার বিভিন্ন বক্তৃতার সংকলন যখন তাকে উপহার দেয়া হয় তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পুস্তকটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি পুস্তক। তিনি এই পুস্তকের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও লাইন চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই উদ্ধৃতিগুলো সবার দৃষ্টিগোচর করতে চাচ্ছিলাম। কেননা এ কথাগুলো বিশ্বব্যাপী প্রচার করা খুবই জরুরী। এতে গোটা পৃথিবীর জন্য স্বর্ণালী নীতি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ পুস্তকটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আমি আমার বন্ধুবান্ধবকেও এ পুস্তকটি পড়ার জন্য দিব।

নেপালের আরেকজন অধ্যাপক ড. গোবিন্দ সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি এ পুস্তকটি পাঠ করেছি। বর্তমানে মিডিয়ার বদৌলতে গোটা বিশ্বে মুসলমানদের যখন ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করা হয়; এমন পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মুসলিম নেতার চেষ্টা করাটা অমুসলিমদের জন্য একটি বিস্ময়কর বিষয়। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে মুসলমানদের ৭৩টি দল রয়েছে আর ইসরাঈলের সাথে তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শত্রুতাও বিরাজমান। এরূপ পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম নেতার পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সেখানকার (ইসরাঈলের) প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লেখা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। অনুরূপভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা ইরানের প্রধানমন্ত্রীকেও এ বিষয়ে চিঠি লিখেছেন যাতে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। পুনরায় তিনি বলেন, 'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ' পুস্তকটি পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বার্তা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে অমুসলিমদের জন্য অনেক সহায়ক হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'ত অন্যান্য মুসলিম দলের তুলনায় ভিন্ন আঙ্গিকে নিজেদের কথা উপস্থাপন করে। আহমদীয়া জামা'তের ভাষ্যমতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব আর এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

অতঃপর নেপালে একটি বুক স্টলে এক বন্ধু আসেন। একটি বই দেখে বলেন, ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি কেন এবং কখন দিয়েছে মর্মে এই পুস্তকে যে প্রশ্ন উঠানো হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার উত্তর আমি দীর্ঘদিন থেকে অন্বেষণ করছিলাম আর আজ আমি এর উত্তর পেয়েছি।

এরপর ভারতের ঝাড়খণ্ডের একটি বই মেলায় এক ব্যক্তি আসেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষভাবাপন্ন মনমানসিকতা রাখতেন। আসা মাত্রই তিনি ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তার উপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি করা আরম্ভ করেন। তিনি সব ইসলাম বিরোধী পুস্তকাদি পড়েছিলেন যার কারণে আপত্তি করছিলেন। যখন তাকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং বলেন, আজ পর্যন্ত প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। এখন আমি আপনাদের বইপুস্তক পাঠ করব। অতএব তাকে বইপুস্তক দেয়া হয়, বিশেষত বিশ্ব সংকট ও এর সমাধান পুস্তকটি দেয়া হয়। এই বন্ধু পরের দিনই পুনরায় আসেন এবং বলেন আমি এই Pathway to peace পুস্তকটির কিছু অংশ পড়েছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে, আর এর মাধ্যমে আমার মনমস্তিষ্কে বিদ্যমান অনেক আপত্তি দূর হয়েছে। তার সাথে এখন আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

অনুরূপভাবে কিরিবাতির মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, এখানকার লোকেরা মনে করত যে, প্রত্যেক মুসলমান অন্যদের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু এখন অনেকেই জানে যে, এই কথা সঠিক নয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যখন এই দাবি উত্থাপন করা হয় এবং আপত্তির সূরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুসলমানদেরকে দেশের ভিতরে কেন আসতে দেয়া হলো? অধিকন্তু তাদেরকে অতি সত্বর বের করে দেয়া উচিত। এতে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, আমি পবিত্র কুরআন পড়েছি, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম। আমি তাদেরকে কখনো এখান থেকে বের করব না। আলহামদুলিল্লাহ্, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কয়েকটি মাত্র সাক্ষাতে তাকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তই এই দেশে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করছে।

অনুরূপভাবে শিয়াঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, একটি সফরের সময় সেখানকার চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাকে দেখে বুদ্ধিমান ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তিনি ছিলেন বিধর্মী। তিনি বলেন, আমি তাকে আল্লাহ্ তা'লাকে মান্য করা এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলি। আলোচনাকালে তিনি বলেন, আমি সমাজে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত, ঘরে আমার দুই স্ত্রী ও সন্তানাদি রয়েছে। খোদা তা'লাকে মান্য করা ছাড়া-ই আমার জীবন সুন্দরভাবে কাটছে, আমার খোদা তা'লাকে বা কোন ধর্মকে মানার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এতে মুবাল্লেগ সাহেব তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কিত দলীল প্রমানাদি উপস্থাপন করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর এই বই দুটি খুবই ভালো এবং প্রত্যেক আহমদীর সেগুলো পড়া উচিত।

এগুলো শোনার পর তিনি বলেন, আমি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। এতে মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, আপনি এখনই ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছিলেন আর এখনই ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন! তখন তিনি বলেন, আপনার কথায় আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়েছে। যদি ধর্ম বাস্তবেই এভাবে খোদার ধারণা উপস্থাপন করে তাহলে আমাদের অবশ্যই তাঁকে মানা উচিত। অতঃপর তাকে বয়আতের শর্তসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তিনি তার আট সন্তানসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি এখন নিয়মিত জুমুআর নামায আদায়ের জন্য আসেন এবং জামা'তের সাথে তার স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে।

লিফলেট বিতরণের পরিকল্পনার অধীনে গত বছর ১১১ টি দেশে সমষ্টিগতভাবে ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজারের অধিক লিফলেট বিতরণ করা হয়, যার মাধ্যমে ২ কোটি ২৭ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে। এ ক্ষেত্রে জার্মানী সবেচেয়ে বেশি কাজ করেছে ২৫ লাখ, এরপর পর্যায়ক্রমে যুক্তরাজ্য ১৩ লাখ, অস্ট্রেলিয়া ৮ লাখ, হল্যান্ড ৪ লাখ, ফ্রান্স ৩ লাখ, কানাডা ৩ লাখ আর অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ রয়েছে যেখানে কয়েক লক্ষ সংখ্যায় বিতরণ হয়েছে।

আফ্রিকাতে (লিফলেট) বিতরণের ক্ষেত্রে তানজানিয়া তালিকার শীর্ষে রয়েছে, তাদের বিতরণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। অতঃপর রয়েছে বেনিন, তাদের বিতরণ সংখ্যাও প্রায় এর কাছাকাছি। তারপর পর্যায়ক্রমে বুর্কিনা, নাইজার, নাইজেরিয়া, কঙ্গো কিনশাসা প্রভৃতি দেশ রয়েছে। এছাড়া ভারতে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজারের অধিক ফ্লায়ার বিতরণ করা হয়েছে।

তানজানিয়ার মারা অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, এক গ্রামের তিনজন যুবক জামা'তের লিফলেট পড়ে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং জামা'ত সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিছুদিন জেরে তবলীগ থাকার পর তারা নিজেদের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করে আর নিজ গ্রামে তবলীগ করা আরম্ভ করে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক সেই গ্রামের চেয়ারম্যানও বটে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে আহমদীয়াতের বার্তা এখন ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে আর এখন পর্যন্ত এই গ্রামে ৮২জন বয়আত গ্রহণ করেছে। তবলীগের সময় বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। একদিন আনসারুস্ সুন্না জামা'তের মৌলভী আসে আর লোকজনের সামনে উচ্চস্বরে জামা'তের বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে। এতে লোকেরাই তাকে (এই বলে) চুপ করায় যে, এমন হট্টগোল করা ধর্মীয় নেতাদের সাজে না। তখন তাকে রীতিমতো কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে আলোচনা এবং আহমদীয়া জমা'তের শিক্ষামালা সম্পর্কে প্রণিধান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সে যখন দলিল-প্রমাণ প্রদানে অপারগ হয়ে যায় তখন গালাগালি আরম্ভ করে। আহমদীয়া জামা'তের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা এবং উক্ত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি জুমুআর নামায ও বাজামা'ত নামায আদায়ের জন্য নিজের জমি জামা'তকে দান করে দেন। এখন বহু অ-আহমদী শিশুরাও আমাদের তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে। এভাবে বিরোধীদের বিরোধিতাই তবলীগের পথ সুগম করছে।

ফ্রান্সের এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, তোনুস শহরের কেন্দ্রে আয়োজিত সানডে মার্কেটে লিফলেট বিতরণ করার সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা আসেন এবং হাসিমুখেই বলেন, আপনারা আমাকে স্বদেশপ্রেম এবং পর্দা সম্পর্কিত যে লিফলেটগুলো দিয়েছিলেন আমি তার সবগুলো পড়েছি আর এগুলো পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। বর্তমানে এই শিক্ষার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেন যে, আপনারা এ কাজের জন্য কত টাকা পান? যখন তাকে বলা হয় যে, আমরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করছি, তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন।

প্রদর্শনী, বুক স্টল ও বই মেলায় পবিত্র কুরআন ও জামা'তী বইপুস্তকের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে সাত হাজার পাঁচ শত চল্লিশটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজারের অধিক ব্যক্তির নিকট ইসলামের সংবাদ পৌঁছেছে। এ বছর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কুরআন করীমের পনেরো শত আশিটি কপি উপহার হিসেবে অতিথিদের দেয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ হাজারের অধিক বুক স্টল এবং বই মেলার মাধ্যমে সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজারের অধিক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

লাতভিয়ার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, আমাদের বুক স্টলে একজন বয়স্ক মানুষ আসেন। তিনি বুক স্টলের ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে আমার ছবির সাথে রোল ঘুরছিল এবং তাতে বিভিন্ন ইসলামী কথা লিখা ছিল যেগুলো আমি বর্ণনা করেছিলাম। তিনি সেগুলো পড়তে থাকেন আর প্রতিটি কথার প্রতি আঙুলের ইশারায় রাশিয়ান ভাষায় বলতে থাকেন অসাধারণ কথা এবং একান্ত সঠিক কথা! অনুরূপভাবে দুজন মহিলা আসেন। তারা কিছু বই যেমন- 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন' (তফসীরুল কুরআনের ভূমিকা) এবং অন্য আরো কিছু বই ক্রয় করেন আর অনেক প্রশংসা করে বলেন যে, আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন।

২০১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতের নূরুল ইসলাম বিভাগ একটি বই মেলায় অংশ নেয় এবং সেখানে অনেক বড় একজন হিন্দু পণ্ডিত জেহরিয়া সাহেব আসেন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি রাখেন এবং (একটি) স্কুলও পরিচালনা করেন। তিনি এসে সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং কয়েক মিনিট পরেই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আপত্তি করে বসেন। (তিনি) বলতে থাকেন যে, পবিত্র কুরআন ইসলাম ও মুসলমানদের ছাড়া সকল মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তাকে বলা হয় যে, আপনার সামনেই পবিত্র কুরআন রয়েছে, আপনি বলে দিন– কোথায় এমন নির্দেশ আছে। তখন তিনি বলেন, আমি পুরো কুরআন পড়েছি, কোথায় এই নির্দেশ আছে তা এখন আমার মনে নেই। তখন তার সামনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা এবং অন্যদের (তথা বিধর্মীদের) সাথে সদ্ব্যবহারের ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ তুলে ধরা হয়। ইসলামী শিক্ষামালা (সম্পর্কে) কয়েক মিনিট শোনার পর সেই ভদ্রলোক বলেন, আমি স্টলের ভেতরে বসে ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। অতএব, উক্ত ভদ্রলোককে প্রায় দু'ঘন্টা পর্যন্ত তার সকল প্রশ্ন ও আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়, এরপর তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, আজ পর্যন্ত আমি এমন সন্তোষজনক উত্তর শুনিনি। ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য আমি অগণিত আলেম-ওলামার কাছে গিয়েছি এবং দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু আলেমরা আমার প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর দিতো যে, আমার মাঝে ইসলাম ও কুরআনের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে থাকে। আর আমার মাঝে এত বেশি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয় যে, আমরা বন্ধুরা সবাই সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি টিভি চ্যানেল চালু করব। অতএব আমরা এ লক্ষ্যে কাজও আরম্ভ করে দেই আর রীতিমতো কিছু রেকর্ডিংও আরম্ভ করি, কিন্তু এখন আপনারা আমার জগৎ (তথা মন-মানসিকতাই) পাল্টে দিয়েছেন। ভদ্রলোক গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, আজকের পর থেকে আমি ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের বিরোধিতায় কিছুই বলব না। আর ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমি যেসব প্রোগ্রাম রেকর্ড করিয়েছি তা-ও সম্প্রচার করা হবে না, বরং ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করা হবে। (ইসলামের) এই প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করে আহমদীয়া জামা'ত শত্রুদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করছে, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা এবং আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করছে, অপরদিকে এসব নামধারী আলেম-ওলামা, যারা নিজেদেরকে ইসলামের

ধ্বজাধারী জ্ঞান করে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলছে আবার আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলে।

আগ্রা বই মেলায় স্থানীয় পত্রিকা 'আগ্রা ভারত'-এর প্রতিবেদক আমাদের স্টলে আসেন। তার সাথে আলাপচারিতার সময় তিনি অবলীলায় উম্মতের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তখন তাকে আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে কৃত বিভিন্ন ইসলামী সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং এ কাজে আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত সাংবাদিক নিজের ব্যক্তিগত পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে অন্য আরো তিনটি চ্যানেলেও আমাদের বার্তা প্রচার করান আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে।

আসামে অনুষ্ঠিত বই মেলার সময় আফতাব আহমদ চৌধুরী, যিনি পিএইচডি এবং কুরআনের হাফেযও বটে, তার কাছে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলাপচারিতার সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আহমদীয়া মতবাদ তাকে জানানো হয়, পবিত্র কুরআনের আলোকেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমি কুরআনের হাফিয ঠিকই, কিন্তু আমি কখনো এ বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করিনি, আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি পত্র-পত্রিকায়ও প্রবন্ধাদি লিখে থাকি, এখন আমি উদ্ধৃতিসহ এসব আয়াত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করব, ইনশাআল্লাহ্, এতে আসামের সকল মুসলমান আমার বিরোধী-ই হয়ে যাক না কেন।

সুইজারল্যান্ড এর শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী একজন পাদ্রি মিশেল ফিশার সাহেব একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রধান, তাকে একটি এওয়ার্ড বা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রদত্ত এওয়ার্ড বা পুরস্কারের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আশ্চর্য হয়েছি যে, একটি মুসলিম গোষ্ঠী একটি খ্রিষ্টান সংগঠনকে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করছে। এই পুরস্কার এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনারা শান্তির কথা কেবল বলেন-ই না, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দেখাচ্ছেন। বৃক্ষ তার ফলের মাধ্যমেই পরিচিত হয় আর আপনাদের ফল হলো এই শান্তি সম্মেলন।

এরপর গাম্বিয়ার মুবাল্লেগ ইনচার্য সাহেব লিখেন যে, শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করে, যাদের মাঝে পুলিশ কর্মকর্তা, স্থানীয় আদালতের জজ, বিভিন্ন গির্জার পাদরি এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণ যেমন- বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, নিকটস্থ অআহমদী মসজিদের মুয়াল্লিম উপস্থিত ছিলেন। একটি গির্জার প্যাস্টর বা যাযক নিজের মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে এমন অনুষ্ঠান করার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে।

চণ্ডিগড়ে শান্তি সম্মেলনে একজন আফগান বন্ধু ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের কাছে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, তিনি (আ.) মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবি করেছেন যার সুসংবাদ মহানবী (সা.) প্রদান করেছিলেন। এ কথা যখন সেই আফগান বন্ধুকে অবহিত করা হয় এবং বলা হয় যে, আপনি মনোযোগ সহকারে যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন, এটি কি মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সময় নয়? তখন তার চেহারা রক্তিম হয়ে যায়, তিনি কাঁপতে থাকেন এবং বার বার এ কথাই বলতে থাকেন যে, সত্যিই কি মসীহ্ মওউদ চলে এসেছেন? এরপর তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ভাষায় মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হলে তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে আমাদের আহমদী বন্ধুর মাথায় চুমু খান এবং বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তা-ই যা আপনাদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে।

ফিনল্যান্ড থেকে সেখানকার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, সেখানে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন দূত এবং কূটনীতিক, যিনি পাকিস্তানে ফিনল্যান্ডের দূত হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি যোগদান করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। আমি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ছিলাম এবং ফিনিশ দূতাবাসের মহাপরিচালক ছিলাম। সেই সময়কার অসাধারণ স্মৃতিমালা এখনও আমার স্মৃতিকোঠায় ধরে রেখেছি। আমার এবং আমার পরিবারের নিকটতম বন্ধুদের মাঝে আহমদীয়া জামা'তের বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছে। আহমদীরা এই দেশ এবং এর সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক সফলতার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশে রাজত্ব করে তখন সেই রাজত্বের অনেক সুপরিচিত নাগরিক এবং সামরিক কর্মকর্তা আহমদীয়া জামা'তের সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইতালিতেও কূটনৈতিক হিসেবে কাজ করেছি। আমি ইতালিতে ট্রিস্ট-এ অবস্থিত তৃতীয় বিশ্বের জন্য নির্মিত আন্তর্জাতিক সাইন্স একাডেমির সাথে পরিচিত হই, যার ভিত্তি রেখেছিলেন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম। তিনি যে কোন মুসলিম দেশের জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলেন, যখন এই নোবেল পুরস্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ে তখন পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে এটি অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাকে অনেক সম্মান জানানো হয়, কিন্তু খুব দ্রুত যখন এ কথা জানা যায় যে, তিনি একজন আহমদী তখন সকল প্রশংসা ও প্রচার থেমে যায়। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৬ সনে যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং তাকে পাকিস্তানে পাঞ্জাবের রাবওয়া শহরে সমাহিত করা হয়, তখন একটি লজ্জাজনক কথা হলো তার নামফলক থেকে মুসলমান শব্দটি মুছে দেয়া হয়। যাহোক তিনি (পাকিস্তানে হওয়া) সমস্ত অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। আজকাল তো ইতিহাসের পুস্তকাবলীতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে, শিশুদের মনমস্তিষ্ক থেকে প্রকৃত ইতিহাসকে মুছে দেয়া হচ্ছে। আমরা কিছু বলি বা না বলি, পৃথিবীর শিক্ষিত শ্রেণি স্বয়ং জানে যে, আহমদীয়া জামা'ত পাকিস্তানের কী কী সেবা করেছে আর এখন আহমদীদের সাথে সেখানে কী ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিল তারাই আজ এর তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা সাজার চেষ্টা করছে। যাহোক প্রতিটি পাকিস্তানী আহমদী দেশের প্রতি বিশ্বস্ত আছে, বিশ্বস্ত ছিল এবং বিশ্বস্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা আশা করি বিরোধীদের এই অপচেষ্টা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে এবং এখনও তা রয়েছে। তারা যতটা অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী তো এতদিনে জামা'ত তাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা (জামা'তকে) আগলে রেখেছেন।

যাহোক রিপোর্ট প্রদান করতে গিয়ে এসব ঘটনা, যা আমি শুনালাম, যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো হলো সেই রিপোর্টের একটি অংশ যা জলসার দ্বিতীয় দিন তুলে ধরা হয়। এ বছর যেহেতু জলসা হচ্ছে না, আমি ভেবেছিলাম দুই কিস্তিতে আমি তা বর্ণনা করব। অতএব অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে যে, রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় ছোট্ট পরিসরে জনসমাগমের ব্যবস্থা করে জলসার আদলে বাকি অংশও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এখানে হলে আমি বর্ণনা করব। আর সেখান থেকে এমটিএ-র মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীরা তা শুনতে পারবে। এছাড়া এতে সেসব কৃপারাজিরও উল্লেখ করা হবে যা সারা বছর জুড়ে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

যাহোক এই রিপোর্ট থেকেও আমাকে অনেক ঘটনা এবং কথা বাদ দিতে হয়েছে। বাকি অংশ ইনশাআল্লাহ্ রবিবার উপস্থাপন করব।